কামরুল হাসান ফেরদৌসের কাব্যগ্রন্থ ০১

অতল গহীন মন যমুনা

মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস

কামরুল হাসান ফেরদৌসের কাব্যগ্রন্থ ০১
অতল গহীন মন যমুনা

রচনা	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
রচনাকাল	২০২০
স্বত্ব	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
ই-বই গ্রন্থনা	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
গ্রন্থন কাল	সেপ্টেম্বর, ২০২০
প্রচ্ছদ	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
অলংকরণ	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
কম্পোজ	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস

সূচিপত্র

কবিতাক্রম	কবিতার প্রথম চরণ/শিরোনাম	পৃষ্ঠা
কাহাফেক ০০০১	প্রতিপালক	০৫
কাহাফেক ০০০২	বিনা যুদ্ধে নাহি মিলে	০৬
কাহাফেক ০০০৩	মুক্তিসেনার রক্তঋণে	০৭
কাহাফেক ০০০৪	অনেক কালো অন্ধকারে	০৮
কাহাফেক ০০০৫	একটুখানি এগিয়ে আছো	০৯
কাহাফেক ০০০৬	কিনতে কেন গেলে হাটে	১০
কাহাফেক ০০০৭	যাবার বেলা ঘনিয়ে এলে	১১
কাহাফেক ০০০৮	আমি করছি আমি করব	১২
কাহাফেক ০০০৯	অতল গহীন মন যমুনা	১৩
কাহাফেক ০০১০	যখন তখন দিস এসএমএস	১৪
কাহাফেক ০০১১	আসছে ধেয়ে মউত	১৫
কাহাফেক ০০১২	বিজয়ের মাসে দেশে	১৬
কাহাফেক ০০১৩	প্রয়োজন যতটুকু করো উৎপাদন	১৭
কাহাফেক ০০১৪	আজরাইল সামনে খাড়া	১৮
কাহাফেক ০০১৫	সাধারণ টয়লেট অকোপায়েড	১৯
কাহাফেক ০০১৬	পায়ের তলায় পিষ্ট করে	২০
কাহাফেক ০০১৭	ধন্যবাদ গুনগ্রাহী	২১
কাহাফেক ০০১৮	গোড়ায় যদি ঢালো পানি	২২
কাহাফেক ০০১৯	গলাবাজি ভাওতাবাজি	২৩
কাহাফেক ০০২০	নেপাল ভ্রমণ	২৪
কাহাফেক ০০২১	রাজ দরবার কবির বিচার	২৫
কাহাফেক ০০২২	মহাকালের কুঞ্জবনে	২৬
কাহাফেক ০০২৩	বিধি নিষেধ বাড়বে যত	২৭
কাহাফেক ০০২৪	ঐ দেখা যায় অফিসপাড়া	২৮
কাহাফেক ০০২৫	কেউ বা সহ কেউ বা উপ	২৯
কাহাফেক ০০২৬	রাজা আসে রাজা যায়	৩০
কাহাফেক ০০২৭	আর্তনাদে স্তব্দ শ্রুতি	৩১
কাহাফেক ০০২৮	জীবনখানি মস্ত বড়ো	৩২

কাহাফেক ০০২৯	দুটি পাখি নিয়ে এসে	৩৩
কাহাফেক ০০৩০	বাজার ভরা হাজার কোটি	৩৪
কাহাফেক ০০৩১	জীবন খানি ছোট্ট ছিল	৩৫
কাহাফেক ০০৩২	ভার্সিটিতে পড়তে এসে	৩৬
কাহাফেক ০০৩৩	গায়েতে জড়িয়ে রাখা	৩৭
কাহাফেক ০০৩৪	ছ’বছর এক ঠাঁই	৩৮
কাহাফেক ০০৩৫	ছেলে মেয়ে লায়েক হলে	৩৯
কাহাফেক ০০৩৬	একটি মায়ের একটি ছেলে	৪০
কাহাফেক ০০৩৭	ইংরেজ চলে গেছে	৪১
কাহাফেক ০০৩৮	বৃক্ষের কাঁচা কাঠ	৪২
কাহাফেক ০০৩৯	কাজ ফুরালো গেলাম ভুলে	৪৩
কাহাফেক ০০৪০	তোমরা জানো না	৪৪
কাহাফেক ০০৪১	বন্ধুরে তুই কদিন আমায়	৪৫
কাহাফেক ০০৪২	উপেক্ষাতে বাড়ছিলো ফুল	৪৬
কাহাফেক ০০৪৩	অহংকারে ও হুংকারে	৪৭
কাহাফেক ০০৪৪	চাকরিজীবন তিরিশ বছর	৪৮
কাহাফেক ০০৪৫	নতুন দিনে নতুন যারা	৪৯
কাহাফেক ০০৪৬	ভূমি ছাড়া যাই কোথা	৫০
কাহাফেক ০০৪৭	কোথায় বন্ধু করুণাসিন্ধু	৫১
কাহাফেক ০০৪৮	সবাই খুঁজিস সোনার মানুষ	৫২
কাহাফেক ০০৪৯	আইন কানুনের বেড়া জালে	৫৩
কাহাফেক ০০৫০	অসিখেলা না শিখেই	৫৪
কাহাফেক ০০৫১	কী কথা কই মুখটি আমার	৫৫
কাহাফেক ০০৫২	মৃদু সমীরণ	৫৬
কাহাফেক ০০৫৩	হৃদয়ে যার কষ্ট-কাঁটা	৫৭
কাহাফেক ০০৫৪	মামলা এখন মামুলি নয়	৫৮
কাহাফেক ০০৫৫	মধ্য দুপুর সূর্য্য মাথায়	৫৯
কাহাফেক ০০৫৬	নতুন দিনের বার্তা নিয়ে	৬০
কাহাফেক ০০৫৭	আল্লাহ তুমি ভরষা মোর	৬১
কাহাফেক ০০৫৮	বিদায়	৬২

কাহাফেক ০০০১:

প্রতিপালক

হে দয়াময় প্রতিপালক
বাঁচা মরা তোমার শানে;
তাই করিনা লজ্জ্যা ও ভয়
এগিয়ে যেতে সমুখ পানে।

জীবন চলার পথে যেনো
পাপের পাঁকে না জড়াই;
লাভ ও লোভের পিছুটানে
যেনো সুপথ না হারাই।

তোমার দয়া হলেই জানি
পঙ্গু পারে পাহাড় জয়;
লক্ষ্যপথে এগিয়ে যেতে
দাও ক্ষমতা দয়াময়।

কাহাফেক ০০০২:

বিনাযুদ্ধে নাহি মিলে

মৃত্যুর পথে চলা আগুনের রথ
এ রথ-মিছিল হলো জীবন শপথ।

জীবনের আর নাম কেবলি সংগ্রাম
বাধা ঠেলে ধেয়ে চলা সদা অবিরাম।

যতো দিন দেহে আছে প্রাবল্য সমর
যুঝে যাও খুঁজে নাও নিজ সুখ নর।

বিনা যুদ্ধে নাহি মিলে সূচাগ্র মেদিনী
মনে রেখো চিরদিন এ অমোঘ বাণী।

কাহাফেক ০০০৩:

মুক্তি সেনার রক্তঋণে

দেশ গঠনের মহান ব্রতে
চলছি সবাই বিজয় রথে।
মুক্তি সেনার রক্ত ঋণে
নিচ্ছি চলার পথটি চিনে।

আমরা নবীন পথ ভুলি না
দুঃসময়ে দায় ভুলি না।
দেশ জননীর ডাকে সবাই
প্রতিটা ক্ষণ কাজে লাগাই।

আমরা নতুন দিনের চাষা
হৃদয় ভরা ভালোবাসা।
অন্তরে নেই শংকা ভয়
শপথ নিলাম করবো জয়।

কাহাফেক ০০০৪:

অনেক কালো অন্ধকারে

এখন আমায় দেখছো কালো
কারণ আছি সাদার পাশে;
কালোর কাছে যেই দাড়াবো
দেখবে ধবল রবি হাসে ।

জোছনা মাখা রাত গগনে
যদিও ফিকে দেখায় তারা;
অমাবস্যার আকাশ জুড়ে
সেই তারাদের রূপ পসরা।

অনেক ভালো মিলন মেলায়
খুব ভালোটাও খুব সাধারণ;
অনেক কালো অন্ধকারে
একটু ভালোও মানিক রতন।

কাহাফেক ০০০৫:

একটুখানি এগিয়ে আছো

একটুখানি এগিয়ে আছো
সেই গরবে আকাশে পা;
জানবে সখা সময়জ্ঞানে
সর্বনাশা এ অজ্ঞতা।

কারো চলার পথটি পাকা
বিছিয়ে তাতে লাল গালিচা;
কারো সে পথ গিরির খাদে
পাথর পায়ে দিচ্ছে খোঁচা।

কেউ চলেছে রেলগাড়িতে
কেউ বা সোয়ার গরুর গাড়ি;
কেউ চলছে পুষ্প রথে
কেউ জলেতে সাঁতরে পাড়ি।

কেউ গিয়েছে তীরের বেগে
কেউ বা শ্লথ গতির ফাঁদে;
যাত্রা কারো সুখের হাসি
কারো দুঃখের আর্তনাদে।

আখারে সব দেখবে পথের
শেষ মাথাটা এক গেঁড়োয়;
অবশেষে সকল মানুষ
একই যাত্রা পথ পেরোয়।

কাহাফেক ০০০৬:

কিনতে কেন গেলে হাটে

কিনতে কেন গেলে হাটে
চিনতে যদি পারোনি ধন !
কিনতে গিয়ে বিকিয়ে এলে
কানাকড়ির মুল্যে রতন।

ভবের হাটে বেচা কেনা
করছি কত আলোচনা;
বেচা কেনার রীতিনীতি
আত্মগত তাও হলো না।

বেচা কেনা ধরণ এমন
লাভ ক্ষতি নয় জিতবে সবে;
তবেই যে এই ভবের হাটে
লেনা দেনা সফল হবে।

কাহাফেক ০০০৭:

যাবার বেলা ঘনিয়ে এলে

যাবার বেলা ঘনিয়ে এলে
আগে থেকেই বুঝতে হয়;
সহজ গমণ পথটি নিজেই
নিজ গরজে খুঁজতে হয়।

পাপের কণা থাকলে কোনো
পুণ্যধুলায় ঢাকতে হয়;
জীবনতরু গুছিয়ে চারু
পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়।

জীবনখানি সাফল্য পাক
হোক সকলের নিত্য জয়;
স্বর্গ আসুক এই বাসনা
সবার যেনো সত্য হয়।

কাহাফেক ০০০৮:

আমি করছি আমি করব

আমি করছি আমি করব
আর বলিনা, নাউজুবিল্লাহ!
শয়তানে ভর করলে বলি
মনে প্রাণে আউজুবিল্লা !

করতে কিছু ইচ্ছে করি
বলবো মনে ইনশা আল্লাহ!
একটা কিছু করতে শুরু
বলি প্রথম বিসমিল্লাহ!

ঘটলে কিছু ভালোর কণাও
বলতে থাকি মাশা আল্লাহ!
সকল সময় শোকরিয়াতে
চিত্তে রাখি আলহামুলিল্লাহ!

করো ভালোর জন্য বলি
জাজাকাল্লা খায়রান!
মহান প্রভূর শানে বলি
সুবহানাল্লাহ পাক বয়ান!

কাহাফেক ০০০৯:

অতল গহীন মন যমুনা

অতল গহীন মন যমুনা
ভাবের সলিল মন্থনে;
এ দীন কবির ছন্দলালন
গতি ত্বরণ মন্দনে ।

ছন্দ মিলে অন্ধ হয়ে
শব্দ খুঁজে জব্দ হই;
ছন্দছাড়া শব্দহারা
সৃষ্টিতাড়ায় স্তব্ধ রই।

ভাবনা আমার মনের ঘরে
ছটফটিয়ে কাল কাটায়;
ফুল হয়ে সে তখন ফুটে
যখন ছন্দ শব্দ পায়।

কাহাফেক ০০১০:

যখন তখন দিস এসএমএস

যখন তখন দিস এসএমএস
কত্তো যে বার রোজ;
আজকে আমি খুঁজছি যখন
পাচ্ছিনা তোর খোঁজ।

থাকলে আমি কোন কাজে
মোবাইল থেকে দূরে;
কত্তো যে কাজ করতে ক্ষতি
রিং টোনের সুরে ।

আজকে আমি খুঁজছি তোকে
পাত্তা যে নেই তোর;
সেল ফেলে তুই কোথায় গেলি
কত্তো যোজন দূর?

কাহাফেক ০০১১:

আসছে ধেয়ে মউত

আসছে ধেয়ে মউত
সমূলে জীবন ফউত।

ইহকালে পড়বে যতি
এই জীবনের হবে ইতি।

এই যে কত ছুটাছুটি
টানাটানি লুটোপুটি
এই যে কত নাচানাচি
পরকে মেরে নিজে বাঁচি;

আসবে নিদান কঠিন দিন
মরণে সব হবে লীন।

কাহাফেক ০০১২:

বিজয়ের মাসে দেশে

বিজয়ের মাসে দেশে নির্বাচন এলো
ভালোর প্রত্যাশা মনে জাগরুক হলো।

নির্বাচনে করি ঠিক যোগ্যতম নেতা
মনে যার জাগরুক সকলের কথা।

সচেষ্ট সর্বদা যিনি পরহিত তরে
নিতে পারি যেনো তারে নির্বাচিত করে।

যোগ্যপদে যোগ্য নেতা হয়ে অধিষ্ঠিত
সংস্থা সবে সুশাসন হোক সুনিশ্চিত ।

কাহাফেক ০০১৩:

প্রয়োজন যতটুকু

প্রয়োজন যতটুকু করো উৎপাদন
আধিক্য মানিক্য হলেও করহে বর্জন।

ক্ষুধা পেলে পরিমাণে পরিমিত খাও
না খেয়ে জমাবে খাদ্য এ চিন্তা হঠাও।

ক্ষুধা নেই করো না তো খাদ্য অপচয়
বিলাও ক্ষুধার্ত জনে উদ্বৃত্ত সঞ্চয়।

সুস্বাস্থ্যে সকলে যদি থাকে শান্ত মন
সুখময় হবে তবে ভবের জীবন।

কাহাফেক ০০১৪:

আজরাইল সামনে খাড়া

আজরাইল সামনে খাড়া
ভয় করি না আল্লাহ ছাড়া।

জীবন দাতা মরণ দাতা
সর্বকালে তিনি ত্রাতা।

তাঁর দয়াতে জীবন গড়া
তাঁর বিধানে বাঁচা মরা ।

তাই কী ভীতি আল্লাহ ছাড়া
নয় বিপদে ধৈর্য্য হারা।

কাহাফেক ০০১৫:

সাধারণ টয়লেট

সাধারণ টয়লেট অকোপায়েড থাকে
বড় সাব ওয়াশরুম লকড ইন রাখে।

ছোট সাব কোথা যাবে প্রকৃতির ডাকে
লজ্জ্যায় সেই কথা বলবে সে কাকে ?

লজ্জ্যাটা ঢেকে রাগ চড়ে বসে মাথাতে
নিজ শিরে চাটি মারে সেই রাগ থামাতে।

বড়ো ছোট যাই হোক সকলে মানুষ
বড়োদের বড়ো মনে হোক সেই হুঁস।

কাহাফেক ০০১৬:

পায়ের তলায় পিষ্ট করে

পায়ের তলায় পিষ্ট করে
নিকট সাধুর ঘর;
সাধুর খুজে ঘুরেন সাধু
বিশ্ব চরাচর ।

সাধুই যদি চিনতে সাধু
ভুলের পাহাড় গড়ে;
আমজনতা সাধু তবে
চিনবে কেমন করে?

সাধু বলতে যদি ভাবো
দেবের অবতার;
এই জনমে তবে সাধু
পাবে না তো আর।

সাধারণের মাঝেই সাধু
মিলে মিশে থাকে;
সরল চোখে দেখলে কেবল
খুঁজে পাবে তাঁকে।

কাহাফেক ০০১৭:

ধন্যবাদ গুণগ্রাহী

ধন্যবাদ গুণগ্রাহী এ তোমারই গুণ
যে পায় বিষাদে সুখ, জলেতে আগুন।

চারিদিকে যাতনার ব্যর্থতার রাশি
তবু সব জ্বালা ভুলে পুষ্পসম হাসি।

যবে দাহ তীব্র হয় গঙ্গাধারা চোখ
শীতল সলিলে সারে দাহের অসুখ ।

বিষবৃক্ষ জীবনের ফল হলাহল
পাশে পেয়ে নিত্যানন্দ জনম সফল।

কাহাফেক ০০১৮:

গোড়ায় যদি ঢালো পানি

গোড়ায় যদি ঢালো পানি
আগায় দেখবে ফুল;
জেনো সকল ফল ফসলের
গোড়ায় সেবা মুল।

কাটলে গোড়া গাছ বাঁচে না
আগায় ঢালা জলে;
যতন করে হয় না রতন
গোড়ায় গলদ হলে।

তাই তো আমি দাবিয়ে ঘোড়া
যতই ঘুরি ভবে ;
দোর গোড়াতে ফিরে আসি
ফিরেই আসতে হবে।

কাহাফেক ০০১৯:

গলাবাজি ভাওতাবাজি

গলাবাজি ভাওতাবাজি
তনখা পেলে মনখা রাজি।

গলাবাজির ক্যামোফ্লেজে
দুর্নীতি হয় দ্বিগুন তেজে।

শোভে দেহে জোব্বাদাড়ি
মুখে নীতিকথার ঝারি।

মনের ভেতর বাড়ি গাড়ি
ধর্মনীতির ধ্বজাধারি।

নকল মহামানব সাজি
সফল করেন ঘুষ বাবাজি।

কাহাফেক ০০২০:

নেপাল ভ্রমণ

পাহাড় নিবাস স্মৃতি হৃদে প্রজ্জ্বলন
কাঠমন্ডু ধূলিখেল পোখরা ভ্রমণ।
বাঁকে বাঁকে মৃত্যু ঝুকি ভয়ংকর খাদ
অভিযাত্রী পায় তবু সুন্দরের স্বাদ।

সারাংকোটে গিরিতটে প্রাতে সূর্যোদয়
অন্নপূর্ণা রূপ হেরি চিত্ত পুণ্যময়।
পশুপতি শম্ভুনাথ দরবার স্কোয়ার
ভক্তিপ্রীতি অশ্রুজলে নিত্য একাকার।

অষ্ট শীর্ষ উচ্চ শৃংগ বিভূষিতা তুমি
ঈশ্বর আলয় গণ্য পুণ্যময় ভূমি।
শৈলশ্যাম ছায়াতলে মাণিক্য প্রবাল
সুসভ্য নিবাসী ধন্য অনন্য নেপাল।

কাহাফেক ০০২১:

রাজ দরবার কবির বিচার

রাজ দরবার
কবির বিচার
ক্রোধান্ধ রাজার,

রাজাজ্ঞা প্রচার
হলো ক্ষুরধার
তরবারি তার;

আসন রাজার
অক্ষুন্ন রাখার
হলো দরকার,

তাই অবিচার
আধমরাটার
গলা কাটবার।

কাহাফেক ০০২২:

মহাকালের কুঞ্জবনে

মহাকালের কুঞ্জবনে
একটি লতান গাছ ছিল,
লক্ষ কোটি আজ সে লতা
বাড় ছাড়া কী কাজ ছিল ?

মোহন মালি লতার আড়ে
জীয়ন কাঠি নাড়ছিল;
তাইতো লতা অভয় পেয়ে
লক লকিয়ে বাড়ছিল।

চিরন্তণী সেই লতাটার
কয় প্রশাখা বাড়ন্ত;
কবির উঠোন উজল করে
আনলো আলো অনন্ত।

আজ উঠোনে ফুল ফুটেছে
গাচ্ছে পাখি আনন্দে;
রইলো আশিষ বাড়ুক লতা
জীবনজয়ী সুছন্দে।

কাহাফেক ০০২৩:

বিধি নিষেধ বাড়বে যত

বিধি নিষেধ বাড়বে যত
দুর্নীতিবাজ খুশী তত।

বাড়বে দাপট বাড়বে তেজ
আসবে তেড়ে উঁচিয়ে লেজ।

হালুম বলে পড়বে ঘাড়ে
আমলাবাঘা ও বাবা রে!

কাহাফেক ০০২৪:

ঐ দেখা যায় অফিসপাড়া

ঐ দেখা যায় অফিসপাড়া
আমলা মহল খাস;
ঐখানেতে দিনডাকু সব
বকবাবুদের বাস।

ও ডাকু তুই খাস কী ?
ঘুষ ছাড়া ভাই আর কী ?

ফাঁদ পেতে রয় বক বাবাজি
ঘুষটা যদি পায়;
অমনি ধরে ঠোকর মেরে
গাপুস গুপুস খায় ।

কাহাফেক ০০২৫:

কেউ বা সহ কেউ বা উপ

কেউ বা সহ কেউ বা উপ
কেউ বা যুগ্ম অতি হয় ;
কেউ বা সচিব মহাকরণ
যার প্রেষণায় কীর্তিময়।

কেউ বা ছোট বলহারা জীব
কেউ বা ভীষণ শক্তিময়;
তিন দশকের দাস্য শেষে
ঘরে ফিরে যেতেই হয়।

বড়ো ছোট শেষ কালেতে
এক গর্তেই থাকতে হয়
আবশেষে বাঘ ছাগলে
এক ঘাটে জল চাখতে হয়।

কাহাফেক ০০২৬:

রাজা আসে রাজা যায়

রাজা আসে রাজা যায়
প্রজাদের সেবা পায়।

রাজা প্রভূ প্রজা দাস
খেটে মরে বার মাস।

শ্রমিকের শ্রমে ঘামে
মুক্তির সিঁড়ি নামে।

রাজঘরে সুখারতি
মহাসুখে অধিপতি।

প্রজাকুল আদিরূপ
গরিবীর আঁধিকূপ।

কাহাফেক ০০২৭:

আর্তনাদে স্তব্দ শ্রুতি

আর্তনাদে স্তব্দ শ্রুতি
পাথর জমাট কান্নাতে,
রক্তঝরা গভীর আঁচড়
হীরে চূণী পান্নাতে।

চিত্ত সুখে মত্ত জয়ী
বিত্তভরা জান্নাতে,
অদ্য কবির গদ্য জীবন
রিক্ততা ও কান্নাতে।

বন্ধু তোমার বক্ষে রেখে
রিক্ত আমার ঝাঁজরা বুক,
বলার ভাষা হারিয়ে গেছে
আজকে আমি বধির মূক।

কাহাফেক ০০২৮:

জীবনখানি মস্ত বড়ো

জীবনখানি মস্ত বড়ো
একটি খাতা যেনো,
সেই খাতাটির পাতায় লেখা
মস্ত বড়ো ‘কেনো’।

‘কেনো’ ‘কেনো’ আর্তনাদের
শব্দ হলে চুরি,
কষ্টটুকুই বাকি থাকে
সাড়া জীবন জুড়ি’।

কাহাফেক ০০২৯:

দুটি পাখি নিয়ে এসে

দুটি পাখি নিয়ে এসে
সখে পুরে খাঁচাতে
দানাপানি রোজ দিস
খোঁজ নিস বাঁচাতে।

হিয়া হেন উড়ে যেন
ঝিলি মিলি আকাশে
দিলে তুড়ি আসে উড়ি
দ্রুত তোর সকাশে।

আজ তারা বাঁধা হারা
উচ্ছল হয়েছে
পাখা মেলে নভোতলে
উড্ডীন রয়েছে ।

করে রব পাখি সব
চলে যায় উড়িয়া
তুড়ি দিলে আজ আর
আসে নাতো ফিরিয়া।

কাহাফেক ০০৩০:

বাজার ভরা হাজার কোটি

বাজার ভরা হাজার কোটি
কেনা কাটায় ফায়দা লুটি।

দিন গেলে হায় তিন ভুবনে
একলা চলে যাব ছুটি।

রইবে পড়ে লেনা দেনা
ভবের হাটে বেচা কেনা।

হাজার কোটি আপন জনা
আমার সাথে কেউ রবে না।

কাহাফেক ০০৩১:

জীবনখানি ছোট্ট ছিল

জীবনখানি ছোট্ট ছিল
বিশাল ছিল ভাবনা তার;
কর্কটে ওর কাটলো কঠিন
শেষ কটা দিন যন্ত্রণার।

ভাইটি আমার সবার আগে
পরকালের ধরলো পথ;
দোয়া করি স্বর্গে থামুক
তার বিজয়ী জীবন রথ।

কাহাফেক ০০৩২:

ভার্সিটিতে পড়তে এসে

ভার্সিটিতে পড়তে এসে
হয় কতিপয় সন্ত্রাসি ;
হল দখল ও ছল চাতুরি
চলায় বলায় আগ্রাসি।

দল করে আর ছল করে তো
দস্যু হবার কল করে;
ফুলের টোকা লাগলে গায়ে
লাশ ফেলে দেয় হলঘরে ।

ভদ্রলোকের জাত না ওরা
জাত ফকিরের পোলা;
এদের জন্য শিক্ষা আজি
অন্ধ আতুর নুলা।

কাহাফেক ০০৩৩:

গায়েতে জড়িয়ে রাখা

গায়েতে জড়িয়ে রাখা
শীতকাঁথা ছেঁড়া ;
ঘুমায় আগামী দিন
কুয়াশায় ঘেরা।

শিয়রে মমতাময়ী
বাংলা জননী
বুলায় যতনে শিরে
তাঁর হাতখানি।

পথকলি নামে ওরা
পথে হয় বড়ো
কে আছো সদয় ওগো
হাত দুটি ধরো।

কাহাফেক ০০৩৪:

ছ’বছর এক ঠাঁই

ছ’বছর এক ঠাঁই
থেকে পঁচা মালটি;
পারে নাই নিতে আজো
পদায়ন পালটি।

ছ’মাসেই বাগে কারো
নবায়ন বদলি;
পঁচাদের দেখালেন
পাঁচ কাঁচ কদলি।

পড়ে পড়ে পঁচবেন
সেই চিজ তিনি না;
বললেন তাজা চাই
পঁচামাল চিনি না।

পদায়নে পঁচানোর
বাঁচানোর প্যাঁচে;
নাকে দম নিয়ে কবি
কোনমতে আছে।

কাহাফেক ০০৩৫:

ছেলে মেয়ে লায়েক হলে

ছেলে মেয়ে লায়েক হলে
বেশতো ভাল হতে দাও;
গায় গতরে গাঁও নগরে
কামাই করে খেতে দাও।

দেখো যদি পছন্দ তার
বাবার হোটেল মা'র হেঁশেল;
বুঝবে খোকা লায়েকতো নয়
নষ্ট কলির জোর মিশেল।

ভ্রান্ত কালের এই জোয়ানি
নষ্ট স্রোতে ভাসায় গা;
পিতা মাতার স্বপ্ন পানে
ফিরেও তারা তাকায় না।

এই যদি হয় অবস্থাটা
দাও ভেঙে তাঁর তাসের ঘর;
মায়ের হেঁসেল স্থগিত করে
করো তাকে স্বনির্ভর।

কাহাফেক ০০৩৬:

একটি মায়ের একটি ছেলে

একটি মায়ের একটি ছেলে
রাজা হলে,
রাজার জাতে যায় সে উঠে
স্বজাত ভুলে।

সেই জননীর অন্য ছেলে
কামলা কিষাণ,
গরিব হলে যায় না থাকা
দাদার সমান।

এক উদরে দুটি জাতি
ভিন্ন ধারায় ,
দাদা হুজুর ভাইটি মজুর
পৃথক ধরায়।

কাহাফেক ০০৩৭:

ইংরেজ চলে গেছে

ইংরেজ চলে গেছে
চলে গেছে পাকি;
প্রশাসনে ইং পাকি
কিছু আছে বাকি।

আজো তারা ফণা তোলে
ছোবলের বিষে;
স্বাধীনতা কেড়ে নিতে
খুঁজে ফিরে দিশে।

আজো তারা সেবা ভুলে
শাসকই আছে ;
ইং পাকি বিষফল
বাংলার গাছে।

কাহাফেক ০০৩৮:

বৃক্ষের কাঁচা কাঠ

বৃক্ষের কাঁচা কাঠ বাদামী যা ছিলো
জ্বলে তা কখন লাল টকটকে হলো।

পুড়ে নিভে গিয়ে কাল কয়লার বেশে
কিছু তার সাদা ছাই হলো অবশেষে ।

হলদে ফুলের দলে সময়ের গ্রাস
রঙটুকু ক্ষয়ে হলো সমূলে বিনাশ।

সবুজ পাতারা ক্রমে হলো ধূসরিত
যা কিছু সজীব ছিলো হয়ে গেল মৃত।

কাহাফেক ০০৩৯:

কাজ ফুরালো গেলাম ভুলে

কাজ ফুরালো গেলাম ভুলে
তা কিন্তু নয় মোটে;
কেউ না দেখুক ঘাসফুলেরা
অলক্ষ্যেতেই ফুটে ।

যদিও না তার চিত্রখানি
চোখ ক্যামেরায় উঠে;
তবু জেনো ফল্গুধারা
অন্তরালেই ছোটে।

কাহাফেক ০০৪০:

তোমরা জানো না জানিনা আমিও

তোমরা জানো না জানিনা আমিও
জানতেই ভুলে যাই,
আমরা অলস হই গতিহীন
ওদের আলস্য নাই।

আমরা ঘুমাই ঘুমায় না ওরা
নির্ঘুম ওরা উন্মন,
আমাদের তরে জেগে থাকে ওরা
চিরকাল অনুক্ষণ।

চলমান ওরা আমাদের তরে
সদা যে প্রভুর আজ্ঞায়
ওরা কারা সখা এসো খুঁজে নিই
নিজেদের জ্ঞান প্রজ্ঞায়।

কাহাফেক ০০৪১:

বন্ধুরে তুই কদিন আমায়

বন্ধুরে তুই কদিন আমায়
বিভোর রেখে মিছে মায়ায়;
এখন আমায় ত্যাজ্য করে
চলে গেলে কোন আজানায়!

বন্ধুরে তুই দিলে ফাঁকি
তুষ্ট রেখে মিষ্ট কথায়;
তোর ছলনার বাক্য গুলি
থাকবে মনে দাঁড়ি কমায়।

হায়রে মানুষ সাধ্য বিহীন
কী শক্তি তাঁর ভালোবাসায়
যায় না বাঁধা চোখের জলে
যে জন যাবার সে চলে যায়।

কাহাফেক ০০৪২:

উপেক্ষাতে বাড়ছিলো ফুল

উপেক্ষাতে বাড়ছিলো ফুল
শ্রদ্ধাবিহীন অবহেলায়
তাই সে কুসুম ঝরে গিয়ে
বদলা নিলো মধ্য বেলায়।

আজ সকলে কান্না করো
কালকে যারা করতে হেলা
থাকতে কোন দাম ছিল না
বুঝলে রে দাম বিদায় বেলা।

অশ্রু আজি তাহার তরে
কী ফল হবে আর ঝরায়?
এখন শত অন্বেষণেও
দেখবো না তায় এই ধরায়।

সৃষ্টি খোদার প্রতিটি প্রাণ
এই পৃথিবীর অমূল্য ধন
কাউকে হেলা কেউ করো না
সবাই প্রিয় আপন জন।

কাহাফেক ০০৪৩:

অহংকারে ও হুংকারে

অহংকারে ও হুংকারে
চলছে লীলা দুর্নিবার
চূর্ণী অতীত চিন্তণী ভিত
হচ্ছে চলা ঘূর্ণী'বার ।

ভাংছে পৃথী প্রাণ প্রকৃতি
মানব নামের দস্যুদল
তাদের মুখে মুখোশ আঁটা
সুজন রূপে সাজার ছল।

কাহাফেক ০০৪৪:

চাকরিজীবন তিরিশ বছর

চাকরিজীবন তিরিশ বছর
দীর্ঘ এটি অবশ্যই;
উৎস কত এ ক্ষমতার
বুঝিনি তা কক্ষনোই।

আজকে যখন চাকরিকালে
যাচ্ছে হতে সমাপ্তি;
লাভ ক্ষতিতে ধার ধারিনা
তিলক আমার অপ্রাপ্তি।

জানি এখন সামনে আছে
জমাট বাঁধা অন্ধকার;
খুঁজলে রবি পাবে না তো
অস্তাচলে অন্ধ আর ।

কাহাফেক ০০৪৫:

নতুন দিনে নতুন যারা

নতুন দিনে নতুন যারা
নতুন বলে জাগুক তারা।

সেবার ব্রতে পাগলপারা
স্বদেশ প্রেমে আত্মহারা;
দেশ গঠনে বিজয় হর্ষে
এই সুমহান মুজিব বর্ষে।

নতুন যারা নতুন দিনে
নতুন সুপথ নিক না চিনে।

বিলিয়ে জীবন সেবার ব্রতে
থাকুক টিকে সত্য পথে;
বিজয় চেতন দেশ গঠনে
জাতির পিতা সবার প্রাণে।

নতুন প্রাণে নতুন গান
বাংলা হবে সুখের স্থান।

কাহাফেক ০০৪৬:

ভূমি ছাড়া যাই কোথা

ভূমি ছাড়া যাই কোথা
ভূমি মোর ঠিকানা;
ভূমি ছাড়া আর সব
রয়ে গেছে অজানা।

যদিওবা এ ভূমিতে
আমি আছি পুরানা;
চারিপাশে নবীনেরা
আমি তাতে অচেনা।

কাহাফেক ০০৪৭:

কোথায় বন্ধু করুণাসিন্ধু

কোথায় বন্ধু করুণাসিন্ধু
দুর্গত-ত্রাতা পৃথ্বীর !
চেয়ে আছে সব যাতনা কাতর
তোমা তরে হয়ে অস্থির।

হয়তো কোথাও ঘুমাচ্ছ তুমি
নিজেকেই ভেবে ক্ষুদ্র
হয়তো জানো না তুমিই শ্রেষ্ট
তুমি যে আরাধ্য রূদ্র।

ঘুমিয়োনা আর কুম্ভকর্ণ
জেগে উঠো মহাবীর!
তুমি জাগলেই জাগবে পৃথিবী
সভ্যতা হবে সুস্থির।

পৃথিবীর প্রতি নর-নারী মাঝে
ঘুমায় বীরের প্রাণ;
জাগলে সে বীর জাগে ফুল পাখি
জীবনের কলতান।

কাহাফেক ০০৪৮:

সবাই খুঁজিস সোনার মানুষ

সবাই খুঁজিস সোনার মানুষ
সোনার বাংলা গড়তে;
সোনার মানুষ কাছে পেলেও
বলিস তাকে মরতে।

সোনার মানুষ সাদা মনের
সরল সোজা খাঁটি;
তবু তোরা এদের গোরে
ঢালিস আগাম মাটি।

হন্যে হয়ে সোনার মানুষ
খুঁজে বেড়াস দূরে ;
নিজের ভেতর খুঁজে দেখিস
পেতেও পারিস তারে।

কাহাফেক ০০৪৯:

আইন কানুনের বেড়া জালে

আইন কানুনের বেড়া জালে
মানুষ শিকার করছে তারা;
রক্ত চোষায় মচ্চবে অই
নর-জানোয়ার পাগলপারা।

আর কত চাই মানুষখেকোর
হুঁস হবে কি একটুখানি?
বিবেক তাদের জাগবে কি আর
ঘুচাতে এ দেশের গ্লানি ?

নিজে একা বাঁচতে গিয়ে
দেশ টা কজন করলে গ্রাস;
অবশেষে বাঁচবে না কেউ
সবার হবে সর্বনাশ।

কাহাফেক ০০৫০:

অসিখেলা না শিখেই

অসিখেলা না শিখেই যদি অসি হানো
তাতে বধ সম্ভব নিজ নিজ প্রাণও ।

অঘটন রোধে যদি সদিচ্ছা রাখো
সমরের আগে এর রীতিনীতি শেখো।

সাঁতার জানো না তাও ঝাঁপ দিলে জলে
প্রাণবায়ু সহজেই উড়ে যাবে চলে ।

যদি থাকে মায়া তব জীবনের প্রতি
আগে ভাগে শিখে নাও সাঁতারের রীতি।

কাহাফেক ০০৫১:

কী কথা কই

কী কথা কই মুখটি আমার সূতায়
সেলাই করে সে রেখেছে ছুতায়
ঠোঁট নাড়লেই দেয় ক'টি ঘা জুতায়
এমন গরু ! অষ্ট প্রহর গুঁতায় ।

বুকটা ফেটে যাক রে যতোই জ্বালায়
মুখ ফুটেনা বন্ধ সে মুখ তালায়
উপায় কিছু তাই থাকে না বলায়
এই বুঝিবা ফাঁসির কাঠে ঝোলায়।

এমন করেই বেঁচে থাকা নেই কথায়
বুক ফাটেতো মুখ ফুটে না এই ধরায়।

কাহাফেক ০০৫২:

মৃদু সমীরণ

ঝরা ঝির ঝির মৃদু সমীরণ
বৃন্ত শিথিল ফুল ও কলিগণ।

হতে চিরজীবি যদিও ব্যাকুল
ঝরে যায় পাতা ঝরে যায় ফুল।

মানব কাননে ফুটে ফুল কত
কত হাসি গান সুখ অবিরত ।

চির তৃষা বুকে ধরণীতে বাঁচা
তবু প্রাণপাখি ছেড়ে যায় খাঁচা।

কাহাফেক ০০৫৩:

হৃদয়ে যার কষ্ট-কাঁটা

হৃদয়ে যার কষ্ট-কাঁটা
নষ্ট কালের আর্তনাদ;
কেমন করে সে জন হাসে
ভুলে বিবাদ-বিসংবাদ !

সে হেসে কয় কষ্ট আমার
মন জমিনের মর্ম সার;
কষ্ট ঢেলে হৃদ কাননে
ফলাই ফসল চমৎকার ।

এ যে কবির কথার ছল
লুকায় নিরব চোখের জল।

কাহাফেক ০০৫৪:

মামলা এখন মামুলি নয়

মামলা এখন মামুলি নয়
বিরাট ব্যাপার স্যাপার;
মামলা দিয়ে নাস্তানাবুদ
কেল্লা ফতে করার।

কইতে কথা গেলেই হেথা
মামলা ঘাড়ে পড়ে;
কথা বলার সাধটি তখন
দূরে পলায় উড়ে।

মামলা এখন সুবিচারের
শুধুই লক্ষ্য নয়;
মামলা এখন অবিচারের
প্রায়ই পক্ষ হয়।

কাহাফেক ০০৫০৫

মধ্য দুপুর সূর্য্য মাথায়

মধ্য দুপুর সূর্য্য মাথায়
সবুজ কলি বৃন্তে লুটায়
চৈতাকাশের মরীচীকায়
মাঠ পেরিয়ে সে হেটে যায়।

সে জন সুজন আশা জাগায়
মাটির মুঠো সোনা ছড়ায়
ফল ও ফসল ভরে গোলায়
আমজনতার অন্ন জোগায়।

সেই কোটি প্রাণ মজুর চাষায়
আধপেটা কী নিত্য ভূখায়
দুঃখের মাঠে সুখ যে ফলায়
মায়ের মুখে হাসি ফোটায়।

কাহাফেক ০০৫৬:

নতুন দিনের বার্তা নিয়ে

নতুন দিনের বার্তা নিয়ে
আসুক নতুন বছর
আসুক আশা ভালবাসা
মুক্তিফলে সমর।

স্বার্থকতা মিলুক দ্রুত
যৌথ প্রচেষ্টায়
শান্তি আসুক স্বস্তি আসুক
দূর্ভাগা দেশটায়।

কাহাফেক ০০৫৭:

আল্লাহ তুমি ভরষা আমার

আল্লাহ তুমি ভরষা আমার
সকল নিদান কালে,
কক্ষনো না জড়াই যেন
ধরার চক্রজালে।

ঈমানহারা করতে আসা
আপদ বিপদ ভয়,
করতে যেন পারি আমি
ঈমান দিয়েই জয়।

কাহাফেক ০০৫৮:

বিদায়

বিদায়ের ক্ষণে বেদনার বাণী
ব্যথাতুর অন্তরে,
শিশিরসিক্ত ঘাষফুল হয়ে
নিরবেই ঝরে পড়ে।

মনে পড়ে যায় কত হাসিগান
স্মৃতিকণা রাশি রাশি ;
ছাপিয়ে সকল হয় উজ্জ্বল
ভালবাসা ভালবাসি।

চলে যাওয়া নিয়ে মন কেন কাঁদে
যাওয়াটাই চির সত্য;
আসা যাওয়া মানে জাগ্রত থাকা
আলোকিত রাখা মর্ত্য।

ঝরে যায় সব সজীবতা কালে
নিজেরে করিয়া তুচ্ছ
কালের উঠোন রাঙা করে যায়
ঝরে পড়া ফুলগুচ্ছ।

একটি মানুষ একটি কবিতা
একটি ফুলের তুল্য;
স্বার্থক হয় অনন্য গুণে
পায় সে অশেষ মুল্য।

সখা ! চলে যাও, যাব আমরাও
যাবার সারি যে দীর্ঘ;
যাবার এ ক্ষণে সে সখার তরে
লক্ষ প্রাণের অর্ঘ্য।

মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
e-Mail: kamrulhasan58@yahoo.com
Face Book: Kamrul Hasan Ferdous